দৈনিক ইত্তেফাক ৩

তারিখ ... 07 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫/১ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের ভূমিকা

শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ দু'টি ধারার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত। একটি চাকুরী প্রাককালীন অন্যটি চাকুরী কালীন।

১। চাকুরী প্রাককালীন প্রশিক্ষণ ঃ–
পঞ্চাশ দশকের শুরুতে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলিতে ১ বৎসরের সার্টিফিকেট–ইন এডুকেশন কোর্স প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ হিসাবে চালু করা হয়। কিন্তু বর্তমানে চাকুরীরত শিক্ষকগণই কেবল চাকুরীর প্রাককালে এই কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। ইতোমধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৯৭.৫% শিক্ষক এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তবে বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকেরই এই প্রশিক্ষণ নাই। বর্তমানে বৎসর থেকে পিটিআইগুলিতে ধারণক্ষমতা অনুসারে সরকারী বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আগামী পাঁচ বৎসরে পঞ্চাশ হাজার শিক্ষককে এই কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম পরিবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সি,ইন,এড, কোর্সের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পূর্বে প্রচলিত ১৩টি বিষয়ের সংগে একটি নতুন বিষয় "প্রাথমিক শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তাধারা" যোগ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে মোট ১৪টি প্রশিক্ষণ মড্যুলও প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১৯৯৪ শিক্ষাবৎসর থেকে এই শিক্ষাক্রম এবং মড্যুলগুলি চালু করা হয়েছে। পি,টি, আইগুলিকে একাডেমিক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং সম্প্রতি প্রবর্তিত নূতন পদ্ধতি প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পি,টি আই গুলিতে রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় এবং ইতোমধ্যেই ২৯টি পিটিআইতে রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং ১৯৯৫ সনের মধ্যে সকল পিটিআইকে রিসোর্স সেন্টার চালু করা হবে।

২। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণঃ
সারাদেশে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণের অধীনস্থ ক্লাষ্টারে সারা বৎসর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ জন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের অধীনে ১টি ক্লাষ্টারে ১৫– ২০ টি স্কুল রয়েছে। উল্লেখ্য যে স্কুল আকর্ষণীয়করণ কর্মসূচী, শিশু জরিপ, শ্রেণী শৃংখলা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী, বিষয় ভিত্তিক পাঠ ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ৪৮টি লিফলেট/ ট্রেনিং ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল ভিত্তিক যে সব জেলায় এখনও ক্লাষ্টার ট্রেনিং প্রচলিত সেখানে প্রতিমাসে ১ দিন ১টি স্কুলে অর্ধদিবস প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্মসূচীর নানা দুর্বলতা লক্ষ্য করে প্রথম পর্যায়ে ৪টি বিভাগের ৪টি জেলার ৪টি থানায় সাব–ক্লাষ্টার ট্রেনিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।

এই ব্যবস্থার অধীনে ২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ৪/৫ স্কুলের ১৫/২০ জন শিক্ষক ১টি স্কুলে সমবেত হন এবং সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো হয়। ১৯৯৪ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬টি জেলায় সাব–ক্লাষ্টার ট্রেনিং চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সারাদেশে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে এস,এম,সি–এর চেয়ারম্যানগণের ভূমিকা সম্পর্কিত ফলোআপ কার্যক্রম ক্লাষ্টার পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি জেলার (চট্টগ্রাম, ঢাকা, ভোলা, পাবনা ও কুষ্টিয়া) ৩৯৩৭ জন এস,এম,সি চেয়ারম্যান অনুসরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকরেন।

(খ) কারিকুলাম ডিসেমিনেশনট্রেনিংঃ
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে যোগ্যতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু করার প্রেক্ষিতে ১ নং এবং ২য় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য এক সপ্তাহ স্থায়ী একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং সারা দেশের প্রায় ১লক্ষ ৭০হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেসরকারী ও সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয় ১৯৯৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৯৪ সন থেকে ক্রমান্বয়ে ৩য়–৫ম শ্রেণীতে পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের কর্মসূচী প্রসারের প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সনের জানুয়ারী মাস থেকে ৩য়–৫ম শ্রেণীর "শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কর্মসূচী" গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত সরকরী ও বেসরকারী রেজিষ্টার্ড স্কুল সমূহের প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার শিক্ষক সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, পি,টিআই, সুপার ও ইনষ্ট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৯৫ সনের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

দেশের ৪৮১টি থানায় ১টি করে মডেল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার উপকরণ প্রস্তুতের স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজনের শিক্ষা প্রযুক্তি সংক্রান্ত উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়াও থাকবে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার এবং সৃষ্টিশীল মাষ্টার শিক্ষকবৃন্দ। এই পাঠাগার এবং মাষ্টার শিক্ষকবৃন্দের সাহায্যে পঠন পাঠনের উত্তরোত্তর অগ্রগতির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতেহবে।